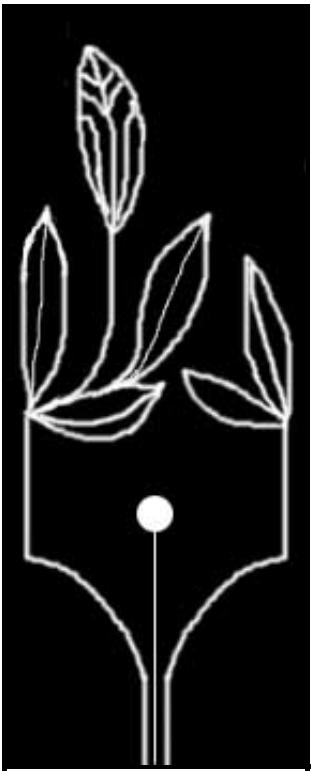


আমাদের বাবাৰা

একটা বয়সে এসে সব বাবাদের মুখ
অনেকটা একরকম হয়ে যায়।
পুজোৰ পায়ে পায়ে শীত আসে
তবু ক্লাস্ট রোদেপোড়া কালো মুখে
বিন্দু বিন্দু ঘাম
ছুটিৰ দুপুৱে উঠোনে কাঠেৰ চেয়াৱে
বসে
বাবাৰা দেখেন বাঁকে বাঁকে বক উড়ে
যায়
দিগন্তে চোখ রেখে বিড়ি খান কী যেন
ভাবেন।

বাবাদেৱ দল নেই শক্ত নেই
নিদাৰ যোগ্য কেউ নেই প্ৰশংসাৰও
নেই
আজ আৱ পৃথিবীৰ অবিচাৱে বাব
দেৱ প্ৰতিবাদ নেই
ঘৰে যদি বিবাহযোগ্যা মেয়ে থাকে
সেই কবেকাৱ দু-একটি মধুময় রাত
মনে কৱে বাবাদেৱ অপৱাধ বোধ
হয়।

উৎসবেৱ সন্ধ্যায় উচছল জনস্নেত যখন
মেন-ৱোডেৱ দিকে
বাবাৰা ইষ্টিৱিহীন পুৱনো পাঞ্জাৰি গ
ায়ে
এখানে ওখানে অন্ধকাৱে বসে
আলোৱ দিকে ফ্যাল ফ্যাল কৱে চেয়ে থ
কেন
খোঁড়াতে খোঁড়াতে আৱ একটা রাত
নেমে আসে।



সৃষ্টিসংহান

সবে

কবে আসবে অপরাহ্ন আলো করা চাকরির চিঠি
চোখের উপর দিয়ে দিন-মাস-বছর
আর ভোট আসে ভোট চলে যায়
সেই চিঠি কখনো আসে না।
বাবাদের নিঃশব্দে বসে থাকতে দেখে
পরিষ্কার আকাশের নিচে মায়দের
বুকে মেঘ ডাকে
মাঝে মাঝে বাজ ভেঙে পড়ে।
আর আমরা বাবাদের ছেলেরা
পাড়া-কাঁপানো দাদাদের ভাই জমির
দালাল
আর প্রোমোটারের সাকরেদ হয়ে
যেতে থাকি।

ট্রাম-ডিপো থেকে রিকশায় ফেরার পথে
আজও বাবাদের হেঁটে ফিরতে দেখি
অফিস কিংবা পাড়ার অনুষ্ঠানে বাবাদের
কোনো স্থান নেই
হয়তো সবাই ভুলে গেছে
একদিন তারাও অন্ধকারে লাঠি ছিল
মিছিলে ঝোগান ছিল ফেস্টুন হাতে ময়দ
নে ছিল।
বাবাদের দেখতে দেখতে
বাবাদের কথা ভাবতে ভাবতে
একদিন আমরাও অসহায় বাবা হয়ে য
াব।
সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

Phone: 98302 43310

email: editor@srishtisandhan.com